মাননীয়,

দাগনভূঁঞা পারিবারিক আদালত,ফেনী

জেলা- ফেনী।

পারিবারিক মামলা নং- ৮৯/১৭ইং।

মোহরানা ও বকেয়া খোরপোষ ও ইদ্দতকালীন খোরপোষ পাওয়ার আবেদন।

উম্মে কুলসুম পিং- মাওলানা জাকের হোসেন, সাং- সিন্দুর পুর, থানা- দাগনভূঁঞা, জেলা-ফেনী।

.....বাদী

বনাম

১। ইকবাল হোসেন

২। ইকরাম হোসেন ওরপে পাপ্পি সর্ব পিতা - মৃত শেখ আহাম্মদ

৩। জুলেখা খাতুন মৃত শেখ আহাম্মদ

.....বিবাদী

সর্ব সাং- চোচনা পোঃ মোহাম্মদ আলী বাজার, থানা- ফেনী সদর, জেলা- ফেনী।

বাদীনির নিবেদন এই,

১। বাদীনির সহিত ১নং বিবাদীর হাজিরানা মজলিশে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা দেনমোহর বিবাদীগন ধার্য্যে বিগত ৪/৫/২০১৪ইং তারিখের রেজিঃকৃত কাবিননামা মূলে শুভ বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের সময় ১নং বিবাদীর পিতা তখন জীবিত ছিল। কিন্তু ১নং বিবাদী বাদীনিকে কোন গয়না গাটি ঐ সময়ে দিতে পারে নাই। বাদীনির পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাদীনির পিতা হইতে ২ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়াছেন এবং ৭০,০০০/-(সত্তরহাজার)টাকার ফার্নিচার বাদীনির পিতা হইতে নিয়েছেন। বাদীনির পিতা আলেম হওয়ায় গয়নাগাটি সর্ম্পকে উচ্চবাচ্য করেন নাই। ১নং বিবাদী বাদীনিকে বিবাহ করিয়া স্ত্রী হিসাবে তাহার বাড়ীতে নিলে ও দুই দফে মাত্র কয়েক মাস তাহার বাড়ীতে ছিল। বাদীনির সঙ্গে ১নং বিবাদী ও বিবাদীর পিতা ও মাতা ৩নং বিবাদীনি ভালো আচার আচারণ করিত না। বাদীনিকে জ্বালা যন্ত্রনা দিত। বাদীনি তাহা নিরবে সহ্য করিয়া নিত। ১নং বিবাদী মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব চলিয়া যাওয়ার পর তাহার পিতা মাতা ও বোন বাদীনিকে আরো ও শারিরিক ও মানসিক অত্যাচার করিতে থাকে। ছোট খাট বিষয় নিয়াও বাদীনিকে

মানসিক নির্যাতন করিত। বাদীনি মোবাইল ফোনে ১নং বিবাদীকে জানাইলেও সে তদ বিষয়ে কোন প্রতিকার নিত না। ১নং বিবাদীর বাড়ীতে বাদীনিকে তেমন খাওয়া পরা ও দিত না। এক পর্য্যায়ে বিগত ১০/৭/১৫ইং তারিখে ১নং বিবাদীর মাতা ও বোন বাদীনিকে এক বস্ত্রে বাদীনির পিতার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছে। বাদীনি তখন ১নং বিবাদীকে তাহাকে তাহার পিতার বাড়ীতে বাদীনিকে পাঠাইয়া দিবার বিষয় মোবাইলে জানাইলে ও ১নং বিবাদী কোন সান্তনা মূলক কোন কথা বলে নাই। বরং ১নং বিবাদী ও আমাকে মোবাইলে ফোনে খারাপ ব্যবহার করে এবং আমাকে কোন খোরপোষের জন্য কোন টাকা পয়সা পাঠাইতোনা। সে থেকে পরস্পর প্রকাশ পায় যে, আমি ১নং বিবাদীর স্ত্রী হওয়া স্বত্বে ও উক্ত ১নং বিবাদী পরনারীতে আসক্ত আছে।

২। ১নং বিবাদী বাদীনিকে স্ত্রী হিসাবে কোন মর্যাদা দিয়ে আসিতেছে না। বাদীনি ১নং বিবাদীকে দিয়া আর ঘর সংসার করা সম্ভব না হওয়ার কথা চিন্তা করিয়া বাদীনি ১নং বিবাদীর সহিত বৈবাহিক সর্ম্পক ছিন্ন করার জন্য চিন্তা করিয়া স্বাক্ষীগনের মোকাবিলা বিগত ১৫/১১/২০১৭ইং তারিখে ১নং বিবাদীকে লিখিত ভাবে তালাকে তওফিজ দিয়া স্বামী স্ত্রীর বৈবাহিক সর্ম্পক ছিন্ন করিয়াছে। ১নং বিবাদীর নিকট বাদীনি উসূলবাদ মোহরানা বাবদ মং ৪,৫০,০০০/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)টাকা এবং বকেয়া প্রতি মাসের ৩,০০০/-টাকা করে ২২ মাসের খোরপোষ মং- ৬৬,০০০/-(ছিষট্টি হাজার) টাকা এবং ইদ্দতকালীন খোরপোষ মং ৯,০০০/-(নয় হাজার)টাকা একুনে ৫,৬৯,০০০/-(পাঁচ লক্ষ উনসত্তর হাজার) টাকা ১নং বিবাদীর নিকট বাদীর পাওনা হইয়াছে। ১নং বিবাদীকে বাদীনি মোবাইল ফোনে তাহার উক্ত পাওনা টাকা আদায় করার জন্য বলিলে রাজি নহে। এমনকি ১নং বিবাদীর মাতা, ভ্রাতাকে ও নিজ পিতা যোগে বলাইলেও এতে ও তাহারা ১নং বিবাদী হইতে আদায় করিয়া দিতে বিগত ১২/২/২০১৮ইং তারিখে অস্বীকার করে। ১নং বিবাদী বাদীনির মোহরানা ও খোরপোষ আদায় করিতে বাধ্য ও দায়ী বটে। বাদীনি তাহা ১নং বিবাদী হইতে পাইতে অধিকারী ও হকদার বটে।

৩। বাদীনি বিগত ১২/২/২০১৮ইং তারিখে ১নং বিবাদীর নিকট বাদীনির দাবীকৃত টাকা পাওয়ার জন্য তলব তাগাদা দিলে ১নং বিবাদী অঙ্গীকার করায় তৎপর বাদীনির পিতাকে ১নং বিবাদীর বাড়ীতে পাঠাইলে ১নং বিবাদীর মাতা ও ভ্রাতা তাহা দিতে অস্বীকার করায় ঐ তারিখ হইতে অত্র মামলার কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

৪। বাদীনির আনিত অত্র মামলার তায়দাদ মং ৫,৬৯,০০০/-(পাঁচ লক্ষ উনসত্তর হাজার) টাকা হওয়ায় পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের বিধান মতে মং ৯০ টাকার কোর্ট ফি যুক্তে দায়ের করা হইল।

অতএব,বাদীনি হুজুরাদালতে বিনীতভাবে প্রার্থনা করেন যে, বাদীনিকে ১নং বিবাদী বিরুদ্ধে নিম্ম তফছিল বর্নিত টাকা পাওয়ার মর্মে ডিক্রী দানের মর্জি হয়।

তপছিল মোহরানা ও ইদ্দতকালীন টাকার পরিমান।

মোহরানা মং	৪,৫০,০০০/-
বকেয়া খোরপোষ	৬৬,০০০/-
ইদ্দতকালীন খোরপোষ	৯,০০০/-
	৫,২৫,০০০/-

<u>সত্যপাঠ</u>

অত্র দরখাস্তের যাবতীয় বিবরন সত্যজ্ঞানে নিম্মে নিজ নাম স্বাক্ষর প্রদান করিলাম